গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৫ - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

লন্ডনে মহান মার্কসের স্মৃতিস্তম্ভে ভাঙচুর

ধিক্কার জানাল এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ইউরোপ-আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর গার্ডিয়ান, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট) প্রকাশিত হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে মহান নেতা ও চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর করেছে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। দুনিয়ার বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণি এবং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা সর্বপ্রকার শোষণ-নিপীড়ন থেকে মানবসমাজের মুক্তির দিশারি এই মহান মানুষটির স্মৃতিস্তম্ভে এই জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা করছি। লক্ষণীয়, ওই সমাধিক্ষেত্রের আর কোনও কবরের কোনওরকম ক্ষতি করা হয়নি। এ থেকেই বোঝা যায় এই আক্রমণ আকস্মিক কোনও ঘটনা নয়। এই ভাঙচুর আসলে মার্কসের নাম মুছে দেওয়ার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের লাগামছাড়া শোষণের নিষ্ঠুর ছবি যত বেশি বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে, মার্কসবাদী আন্দোলন এবং তার চর্চা ততই নতুন করে ব্যাপক হারে বাড়ছে। এতে আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়ার দালালরা। এই আক্রমণ তাদের মস্তিষ্কলালিত মূর্খামির পরিচয়। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও সে দেশে যতটুকু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অবশিষ্ট ছিল তার প্রভাবে এতদিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মার্কসের স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে। কিন্তু ১৮৮৩ সালে স্থাপিত মার্কসের সমাধির মূল স্মৃতিফলকটিকে ১৯৫৪ সালে যে মার্বেল ফলকে স্থাপন করা হয়েছিল তার ক্ষতি করার মতো জঘন্য কাপুরুষোচিত কাজ প্রমাণ করে,

দুয়ের পাতায় দেখুন

চিটফান্ডে কোটি কোটি মানুষ প্রতারিত

কেন্দ্র-রাজ্য কারওরই হেলদোল নেই

চিটফান্ড নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা সাম্প্রতিক রাজ্য রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেছেন, তিনি দুর্নীতিবাজদের পক্ষ নিয়ে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলছেন, নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআই-কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।

এই তরজায় হারিয়ে যাচ্ছে কিছু মৌলিক প্রশ্ন। প্রশ্ন হল, চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি ঘটতে পারল কী করে? একি গোপনে হয়েছে? সংবাদপত্রে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে, টিভিতে ধারাবাহিক প্রচার দিয়ে এই প্রতারণার ফাঁদ বছরের পর বছর ধরে চলেছে। প্রায় সমস্ত শাসক দলগুলির সাংসদ-বিধায়করা এই সব চিটফান্ডের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। এদের নানা রকম কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে জনগণের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য করতে সাহায্য করেছেন তাঁরা। থানা পুলিশ প্রশাসন সকলেরই নজরে এই প্রতারণার ব্যবসা চলেছে। এই সব সংস্থায় লগ্নি করলে মোটা অঙ্কের সুদ মিলবে— এই আশা দেখানো হয়েছে। এজেন্টদেরও প্রচুর সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতসব সুবিধা দেওয়া অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব কি না— এসব বিচার না করে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সংকটগ্রস্ত জীবনে খানিকটা সুরাহার আশায় তাঁদের কষ্টার্জিত উপার্জন এখানে বিনিয়োগ করেছেন। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। আমানতকারীদের টাকা মেরে দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে নানা সংস্থা। কিছু দিন তা নিয়ে হৈ চৈ হয়েছে। তারপর আবার অন্য নামে প্রতারণার ব্যবসা চলেছে। এভাবেই চিটফান্ডের কারবার ঘটে চলেছে।

এর দায় কার? কেন্দ্রের পূর্বতন কংগ্রেস সরকার, বর্তমান বিজেপি সরকার, রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকার, বর্তমানের তৃণমূল সরকার কি এর দায় অস্বীকার করতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে অতীতের কয়েকটি পাতা উল্টাতে হবে। ১৯৮০ সাল থেকে এ রাজ্য সহ দেশের নানান জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কোম্পানি জনগণের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্বত্র মদ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে দিন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মদ বিরোধী আন্দোলন

ছবি ঃ মগরাহাট থানার তসরালা

কোন বিকল্পের কথা বলছেন কমরেড!

রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব সহ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে জোয়ার একদিন বিশ্বে উঠেছিল, শোধনবাদী আক্রমণে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর তা আজ নিদারুণ ভাটায় পরিণত। কিন্তু, পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আছেই এবং বাড়ছেই। তাই দেশে দেশে শোষিত, মেহনতি মানুষের মনে শোষণহীন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন আজও কাজ করে। পুঁজিবাদের দুঃসহ যন্ত্রণা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ধ্বংস মানুষকে সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষায় তোলপাড় করে দেয়। সুস্থ ও বৈষম্যহীন সমাজের কথা ভাবায়। একেই এ যুগের বামপন্থা বলে বুঝতে হবে।

কথাগুলি আবার বলতে হল, সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট নেতাদের ও মিডিয়ার প্রচার দেখে। সিপিএম দল ও মিডিয়ার প্রচারে বার বার বলা হয়েছে 'বামপন্থীদের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশ'। কিন্তু যে সমাবেশ হয়ে গেল, যা দেখে বামফ্রন্ট নেতারা উল্লসিত হয়েছেন, সেখান থেকে বামপন্থার কী পাওয়া গেল?

সিপিএম দলের মুখপত্রে প্রকাশিত নেতাদের বক্তৃতায় সমাজ বদলের স্বপ্নের ছিটেফোঁটাও পাওয়া গেল না। শুধু আছে ভোট ও আগামী লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের শক্তি বাড়ানোর ডাক। 'বামেরাই বিকল্প দেখাতে পারবে'— এই সব আছে স্লোগানের মতো করে অনেক নেতার ভাষণে। কিন্তু বিকল্পটা কী? কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃণমূলের মতো দলগুলি যেমন বলে, তারা ভোটে জিতলে 'এই দেবে', 'ওই দেবে', সিপিএম নেতাদের বক্তব্য তার থেকে আলাদা কিছু ছিল না। ইউ পি এ সরকারের সময় কীভাবে সিপিএম-এর চাপেই কিছু প্রকল্প চালু হয়েছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে নেতারা বলেছেন, লোকসভায় শক্তি বাড়ালে আবার 'সেই সব প্রকল্প' এবং সুবিধা দেওয়াই বামপন্থী বিকল্প! আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন ওঠে— দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালিয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রে কী বিকল্পের তারা চর্চা করেছিলেন? পশ্চিমবঙ্গকে কোন বিকল্পের সন্ধান তাঁরা দিয়েছিলেন? এখন যদি তারা সরকার গঠনের আওয়াজ তুলে বিকল্পের কথা বলেন, তবে তো প্রশ্ন উঠবেই— কোন বিকল্পের কথা বলছেন কমরেড? ৩৪ বছরের শাসনে তো বামপন্থাকে প্রায় কবরে পাঠানো হয়েছিল। আজও সাধারণ মানুষ সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ভুলতে পারেনি। আজ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সর্বক্ষেত্রে যে ধ্বংসাত্মক নীতি নিয়ে চলছে, তার গোড়াপত্তন তো হয়েছিল বামফ্রন্টের শাসনেই। রাজনৈতিক ও সামাজিক নৈতিকতার ভরাডুবি ঘটানো হয়েছিল ৩৪ বছরে। তবুও নেতারা বলেছিলেন 'সব ঠিক হ্যায়, গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বামফ্রন্ট শাসন নাকি বিশ্বের বামপন্থীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।' এখন এ রাজ্যে মানুষ হিসাব করে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে কে এগিয়ে— বামফ্রন্ট না তৃণমূল? কুকর্মে কে কম বা কে বেশি?

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন

অসুস্থ সাধারণ মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে যাতে উপযুক্ত সরকারি পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যে আন্দোলনের পথে এআইডিএসও এবং নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি। পিপিপি মডেলে নয়, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থায় সিটি স্ক্যানের সুযোগ এবং ডায়ালিসিস ও বার্ন ওয়ার্ড চালু, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ও নিয়মিত ওষুধ সরবরাহ করা সহ ছ'দফা দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত হন হাসপাতালের কর্মচারী ও রোগীর পরিজনেরা। দাবিগুলি ন্যায্য বলে মেনে নেন হাসপাতাল সুপার। বলেন, দাবিগুলি তিনি উচ্চ অধিকর্তাদের জানাবেন।

ডিএসও মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সম্পাদক সৌম্যদীপ রায় ও হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষে জুনিয়র ডাক্তার শাহরিয়ার আলম জানান, দীর্ঘদিন ধরে দাবিগুলি কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কাজ না হওয়ায় তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। এগুলির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহের পর ৮ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল চত্বরে একটি সভা হয়। দার্জিলিং ছাড়াও এই হাসপাতালের উপর শুধু আশপাশের অন্য জেলাগুলিই নয়, সিকিম, নেপাল, ভুটানের মানুষও চিকিৎসার ব্যাপারে নির্ভর করেন। তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার স্বার্থে অবিলম্বে দাবিগুলি পূরণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তাঁরা।

বেলদায় ভলিবল টুর্নামেন্ট

৪ ফেব্রুয়ারি ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে। যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে দেউলী শিবালয় মন্দির প্রাঙ্গণে নকআউটে মোট ৮টি টিমের খেলা হয়। কড়িয়া এবং জেনকাপুরের ভলিবল দল ফাইনালে ওঠে। বিজয়ী হয় জেনকাপুরের দল। তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

খেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ইরফান আলি, সুশান্ত পানিগ্রাহী, সুজন মাইতি, শিক্ষক তপনেশ দে, অনন্ত জানা, কবি পরেশ বেরা, শিক্ষক সূর্যকান্তি নন্দ, প্রদীপ মাঝি সহ আরও অনেকে।

প্রকাশিত হল

পথিকৃৎ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ইতিহাসের আলোকে ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা
মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা ও ভারতে 'মাওবাদী' কার্যকলাপ
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা চে গুয়েভারা
শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে গান্ধীজি ইত্যাদি

'নিশান' পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন

হিন্দি ভাষার প্রগতিশীল পত্রিকা 'নিশান'-এর উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ভারতীয় ভাষা পরিষদে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন জনাব কায়সার শমীম। মানপত্র প্রদান করা হয় বিশিষ্ট

কবি ধ্রুবদেও মিশ্র 'পাষাণ'-কে। মধ্যপ্রদেশের কবি সুরেন্দ্র রঘুবংশী এবং কবি নওল কাব্যপাঠ করেন। পাটনার সাহিত্য সমালোচক শ্রী সুরেশ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস রায়, শ্রীবাস সিং যাদব, জুবেইর রব্বানি, প্রেম শর্মা প্রমুখ।

মার্কসের স্মৃতিস্তম্ভে ভাঙচুর

একের পাতার পর

পরমত সহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের অবশেষটুকুও ব্রিটেনের মাটি থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। কায়েমী স্বার্থের প্রচ্ছন্ন মদত ছাড়া এই হামলা ঘটতে পারত না।

ইতিহাস একথা বারবার প্রমাণ করেছে, এই ধরনের বুদ্ধিহীন গুণ্ডামি এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসীন মহান মনীষীদের গভীর প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করা দূরে থাক, তাতে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে পারে না। তাই দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের শৃঙ্খলকে ভেঙে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা শোনার অপেক্ষায় আছে যে কোটি কোটি শোষিত জনগণ, হতাশা থেকে উদ্ভূত এই রকম দুষ্কর্ম তাদের মনে মার্কসের শ্রদ্ধার আসনকেই আরও দৃঢ় করে তুলবে। দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান।

কোন বিকল্পের কথা বলছেন কমরেড

একের পাতার পর

২০০৬ সালে বামফ্রন্ট স্লোগান তুলেছিল, 'বামফ্রন্টের বিকল্প উন্নততর বামফ্রন্ট'। প্রচুর আসন জিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরেছিল। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই ২০১১ সালে সেই উন্নততর বামফ্রন্টের পতন কেন ঘটল তার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ সিপিএম নেতারা কী করেছেন জানা নেই। ওই পর্বেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি চাষির রক্তে ভিজেছিল।

সিপিএম ও তার শরিকদলগুলি কি ১৯৭৭ সালে সরকারে যাওয়ার পর বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল? না, বিচ্যুতি তাদের শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে যাওয়ার পর থেকেই। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে যৌথভাবে বামপন্থী দলগুলি লড়াকু ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৬৭ ও পরে ১৯৬৯ সালে দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ার পর সিপিএম-এর রাজনীতির অভিমুখ লড়াই-আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ভোট ও সরকার হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৭ সালে তারা বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদ নিয়ে সরকারে বসে ও বারবার ভোটে জয়ী হয়ে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে যায় যে, তারা সরকারে চিরস্থায়ী হবে। সেই আশা ভঙ্গ হতেই দল প্রায় ছত্রভঙ্গ। এখন লোকসভা নির্বাচনে যদি আসন ধরে রাখার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির ঝান্ডা হাতে তুলে নিতে হয়— কোনও সমস্যা নেই। এই হিসাবটাই সিপিএম-এর নেতাকর্মীরা সর্বদা করে চলেছেন। এতেই বোঝা যায় সিপিএম নেতা-কর্মীরা কেমন জাতের বামপন্থার চর্চা করেছেন ও করিয়েছেন। ক্ষমতাসীন এক সরকারকে হঠিয়ে বামপন্থীরা বেশি আসন দখল করলেই বামপন্থার জয়? এই রাজনীতির চর্চা করে বামপন্থার অনেক সর্বনাশ করেছেন কমরেড, এবার থামুন। ভোটসর্বস্ব রাজনীতি করছেন করুন— দোহাই, তাকে বামপন্থা বলবেন না।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ সদস্য কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী দীর্ঘ দিন যাবৎ বার্ধক্য জনিত অসুস্থতার পরে ৩০ জানুয়ারি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

জয়নগরে স্কুলে পড়াকালীন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি সূত্রে তাঁর আন্তরিক শ্রমিক দরদি ভূমিকা বিরাট অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। কর্পোরেশনের কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে যখন দীর্ঘ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলকাতায় 'চারণিক' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদিতেও নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। একই সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে অবস্থানের সুবাদে স্থানীয় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলায় নিরলস কাজ করে গেছেন। সোনারপুরে নিজের বসতবাড়ি সহ সংলগ্ন জমি তিনি পার্টি অফিসের জন্য দান করেন। সাতের দশকের গোড়ায় তিনি মেদিনীপুর শহরে তাঁর ছোটবেলার বন্ধু-বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠদের মধ্যে দলের চিন্তা প্রসারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেন।

চাকরি থেকে অবসরের পর হুগলি জেলার চন্দননগরে থাকাকালীন ওই জেলায় অতি অল্প সময়েই দলের নেতা-কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ নানা অংশের মানুষকে সংগঠিত করে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা সহ নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে নেতৃত্বকারী দায়িত্ব পালন করেন। মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল অধিগ্রহণের দাবিতে আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তিনি পার্টির হুগলি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সহজ-সরল মেলামেশার ধরন সকলকে আকৃষ্ট করত, যা অনেককেই কিছু না কিছু কল্যাণমূলক কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

মেদিনীপুর শহরে তাঁর বাড়িটি তিনি সেন্টার করার জন্য ৮০-র দশকের গোড়ায় পার্টিকে দান করেন। তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং চাকরি থেকে সঞ্চিত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ তিনি দলের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এই যে সব কিছু দিয়েছেন, তা নিজে কখনও বলা দূরের কথা, অন্য কমরেডরা উল্লেখ করলে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করতেন।

কমরেড দিলীপ ব্যানার্জীর প্রতিদিন নিয়ম করে পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তিকা, গণদাবী এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে শরৎ সাহিত্যের মধ্যে তিনি সর্বদা নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। প্রবীণ বয়সে এবং অসুস্থ শরীরে যখন যেখানে থেকেছেন, পরিচিতদের বাড়ি গিয়ে গণদাবী ও বইপত্র পৌঁছে দেওয়া, দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। দলের চিন্তাই ছিল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর বাড়ি ছিল দলের কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত। বিষয় সম্পত্তি দলের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মা, দুই বোন এবং স্ত্রীকে অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহমত করাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মীতে পরিণত হতে সাহায্য করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে পারিবারিক জীবন ছেড়ে মেদিনীপুর পার্টি সেন্টারে তিনি আসেন। সেন্টার জীবনে আসার তৃপ্তি ও আনন্দের কথা তাঁর আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে ঘনিষ্ঠ কমরেডদের তিনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতেন। তাঁর মতো মহৎ প্রাণ কমরেডের মৃত্যুতে পার্টি হারাল এক মূল্যবান সম্পদ।

৩ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহরের ফিল্ম সোসাইটি হলে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু তাঁর বিপ্লবী গুণাবলির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী লাল সেলাম

বিশ্বের ‘বৃহত্তম গণতান্ত্রিক’ রাষ্ট্র ভারতে ধন বৈষম্যের কুৎসিত চেহারা

১৩০ কোটি মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। কলে-কারখানায়, মাঠে-ঘাটে, শহরে-গ্রামে তাঁরা ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করে চলেছেন সম্পদ। তবু কেন ভারতের অর্ধেকের বেশি মানুষ দু’বেলা পেট পুরে খেতে পায় না, রোগে ওষুধ জোটে না, পড়ে থাকে অশিক্ষার, কুসংস্কারের অন্ধকারে? তাদের সৃষ্টি করা সম্পদ তা হলে যাচ্ছে কোথায়?

এর উত্তরে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে আমরা দীর্ঘদিন যা বলে আসছি তা আবারও সঠিক প্রমাণিত হল। ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষা রিপোর্টে। দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট সম্পদের ৭৭.৪ শতাংশ জমা হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষের হাতে। তাদের মধ্যে অতি ধনী ১ শতাংশেরই কুক্ষিগত মোট সম্পদের ৫১.৫৩ শতাংশ। ১১৯ জন ধনকুবেরের সম্পদ বেড়েছে ৩৯ শতাংশ হারে, আর নিম্নতম আয়ের ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের রোজগার বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। এ দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির সম্পদের পরিমাণ ২ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। যা কেন্দ্র এবং সমস্ত রাজ্য সরকারের চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, শৌচাগার-নিকাশি ব্যবস্থা এবং জলবন্টন খাতে সম্মিলিত বরাদ্দের থেকে বেশি। এদিকে আগেই ভারত সরকারের নিজের সমীক্ষাই দেখিয়েছে, দেশের ৭৭ শতাংশ লোকের দিনে ২০ টাকা খরচ করারও সামর্থ্য নেই। আর্থিক বৈষম্যের দিক থেকে ভারত সবচেয়ে পিছনের সারির একজন। বিশ্বের শেষ ১১ দেশের মধ্যে স্থান হয়েছে বিশ্বের ‘দ্বিতীয়’ বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের।

সমীক্ষা দেখিয়েছে, সারা বিশ্বে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৈষম্যের স্বরূপ একই। বিশ্বে মাত্র ২৬ জন ধনকুবেরের সিন্দুকে যত সম্পদ জমা হয়েছে তা পৃথিবীর ৩৮০ কোটি লোকের কাছে থাকা সম্পদের সমান। সারা বিশ্বের ২২০০ ধনকুবেরের সম্পদ প্রতিদিনে বাড়ে ১৭ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা। গত এক বছরে গড়ে ১২ শতাংশ হারে সম্পদ বেড়েছে তাদের। অন্যদিকে দরিদ্র মানুষের আয় কমেছে বছরে ১১ শতাংশ হারে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী আমাজন কোম্পানির মালিক জেফ বেজোসের সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ ইথিওপিয়ার সাড়ে দশ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দের সমান।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকারগুলি যে উন্নয়নের ঢাক বাজায়, তাতে উন্নয়ন হয় কাদের, তা এই সমীক্ষাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই উন্নয়নের খরচ জোগায় কারা? অক্সফাম রিপোর্ট বলছে, সবচেয়ে ধনীরা কর দেয় সবচেয়ে কম। কর বাবদ সরকারের ১০০ টাকা আয় হলে ধনীরা প্রত্যক্ষ কর দেয় খুব বেশি হলে ৪ টাকা। ৯৬ শতাংশ কর আসে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের ঘাড় ভেঙে পরোক্ষ করের মাধ্যমে। সমীক্ষকদের হিসাব, ভারত সহ বিশ্বের বড় বড় কিছু দেশের সরকারগুলি ধনীদের আয়ের উপর মাত্র ০.৫ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর বাড়ালেই বিশ্বের ২৬ কোটি ২০ লক্ষ স্কুলছুট ছাত্রের নিখরচায় পড়াশোনা এবং ৩ কোটি মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারাজীবন চিকিৎসা ওই টাকাতেই হওয়া সম্ভব। এই রিপোর্ট দেখিয়েছে, এই বিশ্বে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ কোনওরকম চিকিৎসার সুযোগ নিতে না পেরে প্রতি বছর মারা যায়। ধনকুবেররা যে পরিমাণ কর ফাঁকি দিচ্ছে বলে অক্সফাম দেখিয়েছে, টাকায় তার পরিমাণ সাড়ে পাঁচ কোটি-কোটি টাকা, অর্থাৎ ৫ এর পর ১৪টি শূন্য বসালে কিছুটা কাছাকাছি সংখ্যা লেখা যাবে। শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে কর ফাঁকির জন্য বিদেশে পাচার হয় বছরে ১২ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিজেপি গর্ব করে বলতে পারে, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিদের প্রশ্রয় দিয়ে তারা বেশ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখেছে!

অক্সফাম রিপোর্ট আরও দেখিয়েছে, দেশে দেশে দারিদ্র কমার যে কথা এতদিন বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সমস্ত বুর্জোয়া সরকারগুলি বলছিল, তাও ভাঁওতা। ধনকুবেরদের সম্পদ যত বেড়েছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমেছে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য ব্যায়ের সামর্থ্য। বিশ্বব্যাঙ্ক দেখিয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের ৭৭ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের আয় যেখানে দৈনিক দুই ডলারের কম (ভারতীয় মুদ্রায় ১ ডলার, ৭১ টাকা প্রায়)। সেখানে গড়ে আজকের দিনের ন্যূনতম সুস্থ জীবন যাপনের খরচ সাড়ে ৫ ডলারের বেশি। যত দারিদ্র বাড়ছে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়ে বাজারের সংকট বাড়ছে। ততই বাড়ছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের মুনাফা। এমনকী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের চোখেও এই ভয়াবহ বৈষম্য বিপর্যয়কর মনে হচ্ছে। তাঁরা মাথা খুঁড়ে মরছেন, কীভাবে পুঁজিবাদকে সংকট থেকে উদ্ধার করা যায়। সংকট যে ভয়াবহ! খোদ আমেরিকাই আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রীয় ঋণ ২১ লক্ষ কোটি ডলারের বেশি। তাদের করপোরেট সংস্থাগুলির ঋণ ১০ লক্ষ কোটি ডলার, যা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনও পথ পাচ্ছে না তারা (ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম সম্মেলনের রিপোর্ট ২০১৯)।

পুঁজিপতিদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম দেশে দেশে মানুষকে বোঝায়, ভোটে সরকার পাল্টাও সংকট মিটে যাবে। সরকার বদলায়— মানুষের সংকট কাটে না। এ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অমোঘ নিয়ম। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদগাতা মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ১৮৬৭ সালে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘পুঁজি’-তে সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন পুঁজিপতিদের মুনাফার একমাত্র উৎস শ্রমিককে লুণ্ঠন। আজ পর্যন্ত কোনও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ তাকে খণ্ডন করতে পারেননি। মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজিপতিদের মুনাফার একমাত্র উৎস হল জীবন্ত শ্রম দ্বারা সৃষ্ট মূল্য। পুঁজিপতিরা শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনতে তাকে যে মজুরি দেয়, শ্রমিক তার ব্যয়িত শ্রম-ঘণ্টার সামান্য একটু অংশেই তার মূল্য উৎপাদন করে ফেলে। উৎপাদিত মূল্যের বাকি অংশটা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হল মুনাফা। মার্কস সেদিন হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, মালিকের মুনাফা বাড়ানোর একমাত্র উপায় হল উৎপন্ন মূল্যের থেকে শ্রমিকের প্রাপ্য কমানো। তিনি দেখান, শ্রমিক যত মূল্য উৎপাদন করেছে তার সাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাতই ঠিক করে দেয় মালিক কত মুনাফা করতে পারবে। আজকের দুনিয়াতে কী দেখছি আমরা? ১৯৮০-৮১-তে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে ১০০ একক মূল্য উৎপাদনে শ্রমিকের মজুরির ভাগ ছিল ২৮.৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে তা দাঁড়ায় ১১ শতাংশ (আইএলও, এশিয়া প্যাসিফিক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ২০১৭)। যদিও সরকারি আমলা, মিলিটারি অফিসার থেকে শুরু করে বড় বড় বহুজাতিকের কর্তাদের বেতনও এই গড় হিসাবে ধরা আছে। ফলে বাস্তবে সাধারণ শ্রমিকের মজুরির গড় আরও অনেক নিচে। সরকার তার সঠিক হিসাব প্রকাশ করে না। অসংগঠিত ক্ষেত্রের হিসাব আরও খারাপ। এর পরেও বৈষম্যের কারণ খুঁজতে কি বিশ্ব ঢুঁড়তে হবে! মার্কসবাদ এভাবেই পুঁজিবাদী মুনাফার পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে।

মার্কস দেখিয়েছেন, শ্রমিকের উৎপাদশীলতা যত বাড়ে, যত যন্ত্র আসে— তত কমে শ্রমিকের প্রাপ্যের অনুপাত। কর্মসংস্থানও কমে। একদিকে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে, একই সাথে বাড়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার। তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত সিদ্ধান্ত ছিল, পুঁজির বিনিয়োগ বাড়লেই যে বাড়তি শ্রমিক কাজ পাবে তার কোনও মানে নেই। অথচ একদল বামপন্থী বলে পরিচিত তাত্ত্বিকও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে করপোরেট মালিকদের শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগেই কর্মসংস্থান হবে বলে শ্রমিকদের মিথ্যা বোঝায়। মার্কস দেখালেন, পুঁজি সৃষ্টি হয় শ্রমের ফসলেই। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক উৎপাদন করে, তার উৎপাদনটা হয় সামাজিক। কিন্তু শ্রমের উপকরণ, শ্রমের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের মালিকানা থাকে পুঁজিপতির হাতে। মার্কসের ভাষায়, “একদিকে একদল ক্রেতা যারা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপকরণাদি, যার মধ্যেও একমাত্র অনাবাদী জমি ছাড়া বাকি সব কিছু হল শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য, এ সমস্ত কিছুরই মালিক, এবং অন্যদিকে আর একদল বিক্রেতা, যাদের শ্রমশক্তি, খাটবার দু’খানা হাত ও মাথা ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই নেই— এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে কী করে?... অর্থতাত্ত্বিকরা বলেন ‘পূর্ববর্তী বা আদি সঞ্চয়’, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাকে বলা উচিত ‘আদি লুণ্ঠন’।” (কার্ল মার্কস, মজুরি-দাম- মুনাফা) মার্কসই দেখালেন মেহনতি মানুষের হাত থেকে শ্রমের উপকরণকে কেড়ে নিয়েছে যে ঐতিহাসিক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া, তা জন্ম দিয়েছে চূড়ান্ত সামাজিক বৈষম্যের। পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে কোনও টোটকাতেই যে সংকট কাটতে পারে না, তা দেখিয়ে গেছেন মার্কসই। কারণ পুঁজির চরিত্রই যে শোষণ। পুঁজি কী? মার্কসের ভাষায় পুঁজি হল— “মৃত শ্রম, যা বেঁচে থাকে কেবলমাত্র রক্তচোষা পিশাচের মতো জীবন্ত শ্রমকে শোষণ করেই। যত বেশি বেশি দিন সে বাঁচে, তত বেশি শ্রমকে সে শোষণ করে চলে।” (পুঁজি, প্রথম খণ্ড)। তাই মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের নতুন লড়াই গড়ে তোলা ছাড়া এই ভয়াবহ বৈষম্যকে দূর করার কোনও উপায় নেই।

মার্কস দেখিয়েছেন, যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যে বিপুল উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে তা পুঁজিবাদী বাজারে ডেকে আনে সংকট। শোষণের শিকার সমাজের অধিকাংশ মেহনতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত তলানিতে নেমে যায়। বেকারি বাড়ে। বাজারে উপচে পড়ে উৎপাদিত পণ্যের রাশি। ফলে উৎপাদনও সংকুচিত হয়। দারিদ্র বাড়ে। একবার সংকট, আবার কিছুদিনের জন্য একটু সংকট মুক্তির আশার পরেই আসে আবার সংকট। যত যন্ত্র আসে, টেকনোলজি আসে, তত সুলভে বিক্রি হয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি। তত বাড়ে তার মানুষের জীবনের সংকট। যা আবার ডেকে আনে বাজার সংকট। আসে ছাঁটাই এর ধাক্কা। এই চক্র থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুক্তি নেই। যন্ত্র ও মানুষ কোনওটারই উৎপাদন করার পূর্ণ ক্ষমতা পুঁজিবাদ কাজে লাগাতে পারে না।

মার্কসের সুযোগ্য ছাত্র লেনিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ শেষ হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। আর আজকের দুনিয়াতে একচেটিয়া তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মূল লক্ষ এখন সুদের ব্যবসা, শেয়ার বাজারের ফাটকার কারবারই পুঁজির গন্তব্য। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে বিশ্বের প্রথম সর্বহারা বিপ্লবের রূপকার মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছিলেন, “পুঁজিবাদের বিকাশ আজ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যখন... প্রধান মুনাফাটা যাচ্ছে ফিনান্স কারচুপির ‘প্রতিভাবান’দের হাতে। এইসব কারচুপি ও ঠগবাজির ভিত্তিতে রয়েছে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ। কিন্তু এই সামাজিকীকরণ করতে মানবজাতি যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে তা কাজে লাগছে...ফাটকাবাজদের”(লেনিন, সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়)। তার সাথে যুক্ত হয়েছে অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। এটাই আজ একমাত্র বাজার যেখানে একচেটিয়া মালিকরা কিছুটা লাভের মুখ দেখছে। তাই যুদ্ধ শুধু আজকের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের জন্য ব্যবসা বাড়ানোর হাতিয়ার নয়। যুদ্ধই তার প্রধান ব্যবসা।

দুনিয়া জোড়া এই যে বৈষম্যের রূপ সামনে এসেছে তার নিরসন করার জন্য নানা অর্থনীতিবিদ নানা দাওয়াই দিচ্ছেন। কিন্তু যে ভয়াবহ বাজার সংকটের সামনে আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পড়েছে তার থেকে মুক্তির কোনও রাস্তাই এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে আর খোলা নেই। একসময় বিশ্বায়নের সোরগোল তুলে একচেটিয়া পুঁজি মালিকরা ভেবেছিল এর মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও বাজার খোলা পাবে তারা। দেশে দেশে শুল্কের বাধা কাটিয়ে অবাধে নানা বাজারে পণ্য বা পরিষেবা নিয়ে ঢুকতে পারলেই মুনাফার আশা ছিল তাদের। সামাজিক সুরক্ষা খাতে, জনকল্যাণ খাতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পানীয় জল ইত্যাদি পরিষেবায় সরকারি খরচ কমিয়ে পুঁজি খাটাতে পারলেই বোধহয় আবার বাজার তৈরি হবে এই ছিল ভাবনা। বছর পঁচিশ যেতে না যেতেই আবার চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে। খোদ আমেরিকা-ব্রিটেন থেকে শুরু করে সমস্ত বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীরা নিজের দেশে শুল্কের প্রাচীর তুলতে চাইছে। ভয়াবহ বাজার সংকটের সামনে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অন্তত কিছুটা ফিরিয়ে আনার আশায় ভারতের কিছু অর্থনীতিবিদ দাওয়াই দিচ্ছেন, সব গরিবের অ্যাকাউন্টে কিছু করে টাকা ভরে দিক সরকার। যাকে বলা হচ্ছে সার্বিক ন্যূনতম আয়। বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিতে যে আর কোনও মতেই ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না, এই বুর্জোয়া অর্থনীতির ডাক্তারদের কথাতেই তা প্রমাণিত। একদল পণ্ডিত এবং সংবাদপত্রের কলমচি আবার এমনও বলছেন, বৈষম্য থাকুক। কারণ তাহলেই নাকি উপর থেকে নিচে উন্নয়ন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামবে! কিন্তু বৈষম্যের বহর দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁদের প্রেসক্রিপশন বৈষম্যও থাকুক, অর্থনীতির চাকাও গড়াক। আর তার জন্য সাধারণ মানুষকে কিছু দান খয়রাতি দিয়ে বাঁচাও। যাতে তারা কিছু ভোগ্যপণ্য, শিল্পে উৎপাদিত পণ্য অন্তত কিনতে পারে। কিন্তু এই সব কোনও প্রেসক্রিপশনেই যে পুঁজিবাদের রোগ সারবে না, তা আজ নিশ্চিত। মার্কস ডাক দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণিকে—“ন্যায্য শ্রম-দিবসের জন্য ন্যায্য মজুরি!— এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের (শ্রমিক শ্রেণির) উচিত পতাকায় এই বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রিত করা— মজুরি প্রথার অবসান চাই”(কার্ল মার্কস, মজুরি-দাম-মুনাফা)। পুঁজিবাদের অবসানের মধ্যেই আছে মানুষে মানুষে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানের চাবিকাঠি। এ ছাড়া নিছক চোখের জল আর সহানুভূতির মলম দিয়ে সমাজের এই ঘা সারার নয়।

নিয়োগের দাবিতে খনি-শ্রমিকদের লাগাতার অবস্থান

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বিহার কোল মাইনার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ডের পর্বতপুর কোল ব্লকের ঠিকা শ্রমিকেরা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সেইল)-এর গেটের সামনে ২৮ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনা শুরু করেছেন।

তাঁদের দাবি, দীর্ঘ দিন আন্দোলন করার পরে গত বছর ১৬ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০ দিনের মধ্যে মাইন্স মেইন্টেনেন্সে ৫০ জন, গার্ড হিসাবে ১৬৯ জন এবং পাইপ লাইনের কাজে প্রায় ২৫০ জন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কোম্পানি সেই সিদ্ধান্ত রূপায়িত করছে না। বরং জাতপাতধর্মের নাম করে আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইউনিয়নের সম্পাদক অনিল বাউরি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'না খেয়ে মরার অবস্থার দিকে যেতে বসেছে শ্রমিকরা, অথচ কোম্পানি কোনও তোয়াক্কা করছে না, ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণ উদাসীন।' তিনি বলেন, 'যত দিন না কোম্পানি ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত রূপায়িত করছে তত দিন আন্দোলন চলবে।'

প্রসঙ্গত, ১৯৭৩ সালে কয়লাখনিগুলির জাতীয়করণের পর থেকে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের মদতে কয়লা-ডাকাত বা কোল মাফিয়ার রাজত্ব চলছেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুরনো আইন বাতিল করে বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কয়লাখনিগুলো। এর দ্বারা কার্যত কোল মাফিয়ারাই আইনী স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। সেই কারণেই, আইন যখন যা-ই হয়ে থাকুক, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সব পরিস্থিতিতেই দেশের সম্পদ থেকে ধনকুবের হচ্ছে কতিপয় লোক আর সেই সম্পদের উপযোগিতা তৈরি করছেন যাঁরা, দেশের সেই অগণিত সাধারণ মানুষ, তাঁরা সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত এবং শোষিত হয়ে চলেছেন।

বইমেলায় এস ইউ সি আই (সি) স্টলে ছাত্র-যুবদের ভিড়

কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলা চলাকালীন গণদাবী স্টলে প্রতিদিনই ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষত তরুণদের, সমাজের সীমাহীন শোষণ-বৈষম্য যাঁদের চোখে এখনও অন্যায় মনে হয় এবং মনে মনে যাঁরা তার অবসান চান, খুঁজে বেড়ান এই অবসানের পথ। তাই তাদের মধ্যে মার্কসবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তা সংবলিত পুস্তকের প্রতি আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। জয়পুরিয়া কলেজের গণিত বিভাগের কয়েকজন ছাত্র এসে চাইলেন মার্কসবাদের প্রাথমিক কিছু পুস্তিকা। নিয়ে গেলেন কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে', 'মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-এর কয়েকটি দিক' সহ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বেশ কিছু পুস্তিকা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রও এরকম কিছু বই এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে গেলেন। দেশপ্রিয় স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি?' বইটি নিয়ে যান। কলকাতার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকেও ছাত্রছাত্রীরা স্টল থেকে বই নিয়ে গেছেন। ছাত্র-যুবক ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মানুষজন আগ্রহের সাথে এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে গেছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের একদল এস এফ আই করা ছাত্র কমরেড প্রভাস ঘোষের 'নির্বাচনের পথে নয়, একমাত্র সমাজবিপ্লবের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব' বইটি দেখে অবাক হয়েছেন। আসলে তাঁদের নির্বাচন সর্বস্ব নেতাদের মুখে তাঁরা সমাজবিপ্লবের কথা শোনেনইনি। সাথে আরও কয়েকটি বই নিয়ে তাঁরা ফোন নম্বর দিয়ে গেলেন। অন্যান্য বামপন্থী দলের মানুষজনও স্টলে এসে বই নিয়ে গেছেন ও যোগাযোগ করার জন্য ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন। কেউ কেউ আগ্রহের সাথে সাপ্তাহিক মুখপত্র গণদাবীর গ্রাহক হওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এস ইউ সি আই (সি)-র বইয়ের প্রতি কেন এমন আগ্রহ? মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, নারী নির্যাতন সহ বিভিন্ন ধরনের সংকটে মানুষের জীবন জর্জরিত। এসবের থেকে মুক্তি কোন পথে সাধারণ মানুষ তা জানতে চান। নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো যখন লোকসভা নির্বাচনে কে কত আসন পাবে তা নিয়ে ব্যস্ত, সেরকম পরিস্থিতিতে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে রেখে আন্দোলনের আহ্বান মানুষের নজর কেড়েছে। গণআন্দোলনের পথেই আজ এস ইউ সি আই (সি) দল মানুষের একমাত্র আশা-ভরসার দলে পরিণত হয়েছে। কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে মানুষের এই আগ্রহই আর একবার তাকে প্রমাণ করল।

স্টলের বাইরে ও ভিতরে সুসজ্জিত ছিল বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ-কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি। বহু মানুষ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কার্ল মার্কস-এর উদ্ধৃতি, "মানুষের চিন্তা-চেতনা তার সত্তাকে নির্ধারণ করে না, বরং বাস্তব সত্তাই মানুষের চিন্তা-চেতনাকে নির্ধারণ করে" পড়েন এবং আগ্রহের সঙ্গে ছবিও তুলে নিয়ে যান।

এস ইউ সি আই (সি) পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলনের ছবি সংবলিত ফ্লেক্সও ছিল। বিশেষ করে ৩০ জানুয়ারির বিশাল মহামিছিলের ছবি দেখে অনেকেই অভিভূত। কেউ কেউ গভীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, পারবেন, আপনারাই পারবেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি যুবদের পার্লামেন্ট অভিযান প্রচার প্রভাব ফেলছে দিল্লিতে

বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র আহ্বানে পার্লামেন্ট অভিযান। এই উপলক্ষে দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যের যুব কর্মীরা দিল্লিতে বিশেষ প্রচার কর্মসূচি করেন। অনেকগুলি ক্যাম্প করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে প্রচার ও অর্থসংগ্রহ। সংগঠনের বই বিক্রি ও সদস্য সংগ্রহও করছেন তারা। চাঁদা দিয়ে, সদস্য হয়ে সহযোগিতা করছেন। বহু মানুষ বিশেষ করে যুবক-যুবতী ও ছাত্ররা ভীষণভাবে এগিয়ে এসেছেন।

কুন্দলিতে প্রচার মিছিল চলাকালীন এক কর্মীর হাতে ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়ে যান একজন। ২৩ জানুয়ারি নানা জায়গায় নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় সংগঠনের উদ্যোগে। বহু বিশিষ্ট মানুষ এতে যোগ দেন। দশরথ পুরী, দুর্গাপার্কে প্রচারের সময় বামমনোভাবাপন্ন এক প্রবীণ দম্পতি সংগঠনের অফিস করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। নানা বামপন্থী দলের সদস্যরাও ডিওয়াইও-র পার্লামেন্ট মার্চের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। শশী গার্ডেনে এক মহিলা তাঁর মদ্যপ স্বামীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও কর্মীদের চাঁদা দেন ও সদস্য হন। বলেন, ভালো কাজে টাকা দেব, তুমি বাধা দেওয়ার কে? সবজি সংগ্রহ করার সময় এক গরিব সবজি বিক্রেতা সবটাই দিয়ে দিতে চাইলে স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করেন।

এখানকার ঘিঞ্জি বস্তিগুলিতে গা ঠেসাঠেসি করে হিন্দু-মুসলিম পরিবার একত্রে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করেন। স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে প্রচারে গেলে তারা প্রধানমন্ত্রীর বেকারের সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর কৌশল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ইন্দরলোক মেট্রোর কাছে প্রচারের সময় স্বেচ্ছাসেবকেরা এক গরিব মহিলা চা বিক্রেতার কাছে চা খান। তিনি এক পয়সাও চায়ের দাম নেননি। তারা দাম দিতে চাইলে বলেন, তোমরা ভালো কাজ করছ, এটুকু করব না!

ভবানীপুরে শিশু-কিশোর উৎসব

ভবানীপুর কালচারাল ফোরাম ও শহিদ যতীন দাস কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে ২-৩ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত হল শিশু-কিশোর উৎসব। শুরুতেই মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন সহ আরও নানা সৃজনশীল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী। এলাকার সাধারণ মানুষের সমাগমে উদ্দীপনাময় এই কর্মকাণ্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

হাতির দৌরাত্ম্যে কৃষকের ফসল ও জীবন বিপন্ন

ঝাড়খণ্ডের চাণ্ডিলে হাতির উপদ্রবে কৃষকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে হাতির পাল, আক্রমণ করছে মানুষকে। এহেন উৎপাতে মানুষের জীবন ছারখার হতে বসলেও ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার ও বনদপ্তর কোনও পদক্ষেপ করছিল না। এ আই কে কে এম এসের উদ্যোগে এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়।

অবশেষে সরকার এবং বনদপ্তর কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। সংগঠন দাবি করেছে, অবিলম্বে হাতির উৎপাতে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি সরকারকে পূরণ করতে হবে। জঙ্গলের সীমানা বরাবর গর্ত খুঁড়তে হবে, যাতে হাতি জঙ্গল থেকে বেরোতে না পারে। প্রতি গ্রামের অন্তত ১০ জন যুবককে বিনামূল্যে হাতি তাড়ানোর প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সে-জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও সরবরাহ করতে হবে। আর, বনের মধ্যে বট জাতীয় গাছ লাগাতে হবে, যা হাতির খাদ্যের চাহিদা মেটাবে।

‘ওয়াশিংটনের কর্তারা নিজেদের সন্তানদের এক অদ্ভুত যুদ্ধে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে চাইছে’

মার্কিন জনতার প্রতি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ৭ ফেব্রুয়ারি এই খোলা চিঠি দেন

আমি শুধু জনগণকেই জানি। কারণ আপনাদের মতো আমিও সাধারণ মানুষেরই একজন। কারাকাসের এক গরিব এলাকায় আমার জন্ম ও বড় হওয়া। দারিদ্র্য ও বৈষম্যে ডুবে থাকা ভেনেজুয়েলায় গণআন্দোলনের আগুনে আমি পোক্ত হয়েছি। আমি ধনকুবের নই, হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে আমি একজন শ্রমিক। আজ আমি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জড়িয়ে সামাজিক সমতার নীতিতে পরিচালিত নতুন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট পদে কাজ করার মহান সুযোগ পেয়েছি, যে নীতি নিয়ে ১৯৯৮ সালে পথ চলা শুরু করেছিলেন সিমন বলিভারের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত কমান্ডান্ট হুগো স্যাভেজ।

আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। আগামী দিনগুলিতে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে কোনও একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে যা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ঘৃণার যে বীজ ভিয়েতনামে রোপিত হয়েছিল, সেই বীজই আবার সীমান্ত বরাবর আনতে চাইছে আপনাদের দেশের জাতীয় প্রতিনিধি। সেইসময় তারা যে অজুহাত তুলেছিল, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রহীনতার ঠিক সেই অজুহাত তুলেই এবার তারা ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসন চালিয়ে তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চাইছে। কিন্তু এ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। ভেনেজুয়েলায় স্বৈরাচারের যে অভিযোগ তারা তুলছে তা ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পাওয়ার অভিযোগের মতোই মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা অভিযোগের পরিণাম আমাদের গোটা অঞ্চলের ওপর ভয়ঙ্কর হতে পারে।

ভেনেজুয়েলা হল এমন একটি দেশ যেখানে ১৯৯৯ সালের সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটানো হয়েছে, যে গণতন্ত্রের কারিগর ও নায়ক স্বয়ং জনগণ। গত ২০ বছরে সবচেয়ে বেশি বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ভেনেজুয়েলায়। আমাদের আদর্শ কিংবা আমাদের সমাজের গঠন আপনাদের মনমতো না হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছি এবং সংখ্যায় আমরা বিপুল।

হোয়াইট হাউসের কয়েকটি অংশ ভেনেজুয়েলায় যে আগ্রাসন চালাতে চাইছে যার অভাবনীয় পরিণামের প্রভাব শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা আমেরিকা অঞ্চলে পড়বে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনতার প্রতি আমি এই বার্তা প্রচার করছি। শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে সিএআরআইসিওএম-এর সমর্থন নিয়ে উরুগুয়ে ও মেক্সিকো আলাপ-আলোচনার যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তা-ও বানচাল করতে চান। আমরা জানি, ভেনেজুয়েলার ভালর জন্য আমাদের বসে কথা বলা দরকার, কারণ আলাপ-আলোচনার পথ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বলপ্রয়োগের রাস্তা ধরা। জন এফ কেনেডির কথা মনে রাখবেন যিনি বলেছিলেন, “ভয় পেয়ে যেন আমরা আলোচনা না করি। কিন্তু আলোচনাকে যেন আমরা ভয় না করি”। যারা আলাপ-আলোচনা করতে চায় না, তারা কি সত্যকে ভয় পায়?

একদিকে ভেনেজুয়েলার বলিভার মডেলকে রাজনৈতিক কারণে সহ্য করতে না পারা, অন্যদিকে আমাদের বিপুল তৈলসম্পদ, খনিজসম্পদ সহ অন্যান্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন একটি আন্তর্জাতিক জোট ভেনেজুয়েলার ওপর সামরিক আক্রমণ চালানোর ভয়ানক পাগলামি করতে চলেছে মানবিক সংকটের অজুহাত তুলে, যে সংকটের কোনও অস্তিত্বই বাস্তবে নেই।

জঘন্য বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধের কারণে ভেনেজুয়েলার মানুষকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আমাদের আর্থিক সম্পদের লুটপাট। তা সত্ত্বেও সামাজিক নিরাপত্তার এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশগুলিতে সরাসরি নজর দেওয়ার কারণে আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে আমাদের দেশ অর্জন করেছে মানব উন্নয়ন সূচকের উচ্চ মান, কমে গেছে মানুষে মানুষে বৈষম্য।

আমেরিকার সাধারণ মানুষের অবশ্যই জানা দরকার, রাষ্ট্রসংঘের নীতি, যেখানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য নিয়মের পাশাপাশি শক্তিপ্রয়োগ কিংবা শক্তিপ্রয়োগের হুমকি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ লংঘন করে এই আগ্রাসনের ছক কষা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে আমাদের, তা আমরা বজায় রাখতে চাই। অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র অধিকারকে মর্যাদা না দিয়ে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক কর্তারা নিজেদের সন্তানদের এক অদ্ভুত যুদ্ধে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে চাইছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী আপনাদের মতোই আমরা ভেনেজুয়েলার মানুষরাও দেশপ্রেমিক এবং নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে আমরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করব। আমরা চাই, যে অর্থনৈতিক আগ্রাসন দেশের মানুষকে গলা টিপে মারতে চায় তা বন্ধ হোক এবং ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনের ভয়ঙ্কর হুমকিও অবিলম্বে বন্ধ হোক— এই শপথে গোটা ভেনেজুয়েলার মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মার্কিন জনসমাজ যা তার নিজের নেতাদের কারণেই আজ বিপদগ্রস্ত, তার কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের শান্তির আহ্বানে তাঁরা সাড়া দিন। আসুন, যুদ্ধের প্ররোচনা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা এক মানুষের মতো দাঁড়াই।

মার্কিন জনগণ দীর্ঘজীবী হোক!

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নারী নির্যাতন বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, মদ ও মাদক নিষিদ্ধ করা, নারী ও শিশু পাচার রুখতে এবং নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে

৯ মার্চ
কনভেনশন
আশুতোষ মেমোরিয়াল হল, হাজরা বেলা ১১টা

১০ মার্চ
রাজ্য সম্মেলন
বীরেন্দ্র ভদ্র মঞ্চ, শ্যামবাজার, সকাল ১০টা

শিল্পপতিদের দেওয়া টাকার ৯৩ ভাগই পেয়েছে বিজেপি

একটি দল কাদের স্বার্থে কাজ করে, তা বোঝার একটি উপায় হল কাদের কাছ থেকে সে টাকা সংগ্রহ করে তার উপর। কারা টাকা দেয়, কী উদ্দেশ্যে দেয় ইত্যাদি প্রশ্ন একটা দল বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, ভারতের পুঁজিপতিরা জাতীয় ও আঞ্চলিক নানা দলকে লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। আর শিল্পপতিদের সেই অনুদানের ৯৩ ভাগই গিয়েছে শাসক বিজেপির পকেটে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বামপন্থী নামধারী সিপিএম। এর পরে রয়েছে এনসিপি, সিপিআই এবং তৃণমূল কংগ্রেস। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস সম্প্রতি এই তথ্য পেশ করেছে।

কংগ্রেস-বিজেপির মতো পুঁজিপতি শ্রেণির প্রধান বিশ্বস্ত দলগুলি পুঁজিপতিদের টাকায় লালিত পালিত পরিপুষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা শ্রমিক শ্রেণির দল, গরিবের দল বলে দাবি করে তারা পুঁজিপতিদের টাকা নেবে কেন? তাদের থেকে টাকা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়া যায় কি? সত্যিই শোষিত মানুষের দল হলে তো দল পরিচালনার তথা গণআন্দোলন গড়ে তোলার এবং আন্দোলন করতে করতে নির্বাচন এসে গেলে তার খরচ শোষিত জনসাধারণই দেবে। এটাই তো তার নৈতিক জোর। জনসাধারণও যদি বোঝে এই দল তার স্বার্থে লড়াই করছে, তবে তারাও স্বেচ্ছায় সাহায্য করবে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলকে ২০ হাজার টাকার বেশি সাহায্য দিলে, সেই তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়। ২০১৭-’১৮ সালের হিসেব অনুয়ায়ী, ওই সময়ে জাতীয় দলগুলিকে দেওয়া মোট ৪৬৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। কংগ্রেস প্রায় ২৬ কোটি টাকা পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে, সিপিএম ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এরপর এনসিপি ২ কোটি, সিপিআই ১ কোটি ১৪ লক্ষ এবং তৃণমূল ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। বিএসপি জানিয়েছে, তারা কারও থেকেই ২০ হাজার টাকার বেশি সাহায্য পায়নি। যদিও অর্থপ্রাপ্তির তালিকা পেশ করতে গিয়ে জাতীয় দলগুলি বিভিন্নভাবে দাতাদের সম্পর্কে তথ্য এড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আয়ের উৎস গোপন করতে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, তৃণমূল কেউই পিছিয়ে নেই। কেন এই তথ্য গোপন করছে? কারণ জনগণের কাছে এই দলগুলি ভোট চাইতে যায় এই সব পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে। তাই জনগণ কোনও অবস্থাতেই যেন জানতে না পারে যে, তাদের অর্থের জোগান আসলে পুঁজিপতিরাই দেয়। লক্ষণীয় বিষয় দুটি রাজ্যে সরকারি ক্ষমতা হারালেও পূর্বের ন্যায় সিপিএম এবারও শিল্পপতিদের থেকে নেওয়া অনুদানের পরিমাণে তৃতীয় স্থান দখলে রেখেছে। বোঝা যায়, ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি সিপিএমের দেওয়া ৩৪ বছরের সেবায় যথেষ্ট খুশি এবং ভবিষ্যতে যাতে সেবার সুযোগ পেতে পারে সেজন্য এদের অর্থ দিয়ে, প্রচার দিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরতে তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি পুঁজিপতিদের থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক দেশবাসীর অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই বিজয় মাল্য, মেহুল চোক্সি, নীরব মোদির মতো শিল্পপতিরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা নীরবে হজম করে বিজেপি সরকারের সহযোগিতায় বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। পুঁজিপতিদের থেকে কালো টাকা উদ্ধার আসলে জনগণকে ভোলানোর গল্প। ভোট এলেই প্রতিবার এমন গল্প শোনা যায়। আগে এই গল্প বলত কংগ্রেস, এখন শোনা যাচ্ছে বিজেপির থেকে। এরা পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দেয়, অথচ ফসলের দাম না পাওয়া কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব করে না। এই সেবার সামান্য মূল্যই বিজেপিকে দিয়েছে পুঁজিপতিরা।

দেশের শাসক দল ও সংসদীয় বিরোধী দলগুলির সাথে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আর্থিক যোগ অত্যন্ত গভীর। তাই তারা পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে চলে প্রতিনিয়ত। ফলে জনদরদের মুখোশ এঁটে সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরুদ্ধ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েই সরকার কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনা করে এরা। এইসব দল ও নেতারা বাস্তবে সরকারে বসে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ম্যানেজারির কাজই করে চলেছে। এদের মুখে জনদরদের কথা চূড়ান্ত ভণ্ডামি।

লোকসভা নির্বাচনের বাদ্যি বাজতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ সংসদীয় দলগুলির নেতারা জনসভায় প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ওড়াতে শুরু করেছেন। জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক সমস্ত দলেরই ভোট প্রচারের সেই জাঁকজমক কাদের টাকায় হয়, এই রিপোর্ট তা ফাঁস করে দিল ।

চিটফান্ডে কোটি কোটি মানুষ প্রতারিত

একের পাতার পর

তুলেছিল। এ রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত সরকারের আমলে ভেরোনা, সঞ্চয়িনী, ওভারল্যান্ড প্রভৃতি চিটফান্ড সংস্থা জনসাধারাণের কাছ থেকে টাকা তুলে কিছুদিন পর ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে পালিয়েছে।

কেন চিটফান্ডের দিকে মানুষ বেশি করে ঝুঁকলো? সকলেই জানেন '৯০-এর দশকে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করে। তখনই এ দেশে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প ধীরে ধীরে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের স্কিমগুলোর সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সুদ কমানো হল। সরকারের পক্ষ থেকে ধীরে ধীরে এই প্রকল্প গুটিয়ে নেওয়ার ছক কষা হল। এরই সাথে সারা দেশ জুড়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও পোস্ট অফিসের পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সারা দেশে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এমনকী ছোট ছোট গ্রামেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও পোস্ট অফিস ব্যাংক্কিই ছিল না বললেই চলে। এই সময়টাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের আর বি আই, সেবি, আর ও সি-র অনুমোদন নিয়ে সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, অমৃত, পিএসিএল, বিশাল গ্রুপ টোগো, এমপিএস সহ আনুমানিক চার শতাধিক চিটফান্ড কোম্পানি রাজ্য সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে।

তীব্র বেকারত্বের জ্বালায় কোটি কোটি যুবক-যুবতী জীবিকার সংস্থান না করতে পেরে যখন দিশাহারা, ঠিক তখনই চিটফান্ড কোম্পানিগুলো এদেরকে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করে। আবার এরা যতটুকু কমিশন পেয়েছিল তাও নিজ নিজ কোম্পানিতে আমানতকারী হিসাবে বিনিয়োগ করে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিটফান্ড কোম্পানির উৎপাদিত ছোট দু'চাকার মপেড গাড়ির উদ্বোধন করেছেন, সঙ্গী ছিলেন প্রয়াত শিল্পমন্ত্রী নিরুমপম সেন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এমপিএস কোম্পানির মালিক প্রমথনাথ মান্নার মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিটফান্ড কোম্পানিগুলোর আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্পের নানা স্কিম সম্পর্কে তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বলেছেন, এরা বেকারি দূর করছে ও জনগণকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে এবং আকর্ষণীয়ভাবে নানা লাভজনক স্কিমের পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের উপকার করছেন। এইসব কথা কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে টাকা রেখেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুরে সারদা সিটি গড়ে তোলার জন্য বহু একর জমি থেকে চাষিদের উৎখাত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন তৃণমূল এমএলএ মদন মিত্রের সহযোগী ছিল ওই অঞ্চলের দাপুটে সিপিএম নেতারা।

সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই চিটফান্ডের রমরমা ছিল সবচেয়ে বেশি। সারা রাজ্যে কোম্পানিগুলো পঞ্চাশ লক্ষ এজেন্ট নিয়োগ করেছিল। জনগণের থেকে বৃহৎ কোম্পানি ছাড়া আরও অসংখ্য ছোট ছোট কোম্পানি চার লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে। কিছু দিন আগে ত্রিপুরার নির্বাচনে সিপিএম পরাজিত হওয়ার পর তাদের রাজ্য সম্মেলনে সম্পাদকীয় রিপোর্টে স্বীকার করেছে, তাদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের নানা কারণের মধ্যে চিটফান্ডও বিপর্যয় ঘটাতে সাহায্য করেছে। কারণ ওই রাজ্যে সিপিএমের বহু নেতা ও মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য চিটফান্ড কোম্পানিগুলোকে মদত দিয়েছেন। সম্প্রতি সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনকে কোর্টে তোলা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি ওই সিপিএম নেতাকে (নাম উল্লেখ করেছেন) বহু সাহায্য করেছি। ও এখন চিটফান্ড নিয়ে রাস্তায় নামছে কেন?

চিটফান্ড ও বিজেপি

বিজেপিও তার দায় অস্বীকার করতে পারবে না। অটলবিহারী বাজপেয়ী ক্ষমতায় থাকাকালীন চিটফান্ড কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও দেশের কোথাও চিটফান্ড কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেননি এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরতেরও কোনও ব্যবস্থা করেননি। ২০১৪ সালের ৯ মে সুপ্রিম কোর্ট চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তের ভার সিবিআইকে দেয়। কিন্তু সিবিআই তদন্তের বিশেষ কোনও অগ্রগতি হয়নি। দোষী ব্যক্তিদের বেশিরভাগকেই ধরা হয়নি। আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার একজন প্রধান কাণ্ডারি অতীতে কংগ্রেসের ও বর্তমানে বিজেপির অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা চিটফান্ডের সঙ্গে জড়িত। ইনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যে ও ত্রিপুরায় শত শত কোটি টাকা খরচ করে বিজেপিকে ক্ষমতাসীন করতে সাহায্য করেছেন। ইনি প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এ রাজ্যে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা যার নাম চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত সেই মুকুল রায় আজ প্রধানমন্ত্রীর পাশে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির নির্বাচনী বিপর্যয়ের বহু কারণের মধ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি অন্যতম কারণ। ওখানকার বহু বিজেপি নেতা কেলেঙ্কারিতে যুক্ত। সম্প্রতি মোদি সিবিআই তদন্ত নিয়ে তৎপরতার ভান করলেও এর উদ্দেশ্য যে লোকসভা ভোট তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালের শেষে চিটফান্ড কোম্পানিগুলি এক এক করে বন্ধ হতে শুরু করলে বলেছিলেন— 'যা গেছে তা যাক'। পরবর্তী সময়ে ৫০০ কোটি টাকা আমানতকারীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বরাদ্দ করেন। মূলত সারদা কোম্পানির সম পরিমাণের আমানতকারীদের মধ্যে এই টাকা বিলি শুরু হয়েছিল। ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করার জন্য সেই সময়ে তামাক জাতীয় দ্রব্যের উপর ট্যাক্স চাপিয়েছিলেন, যা আজও চালু আছে। সবাইকে টাকা ফেরত দেবেন এই আশ্বাস দিয়ে শ্যামল সেন কমিশন গঠন করেন। শ্যামল সেন কমিশন যতদিন কাজ করেছে সেই স্বল্পকালে প্রায় ১৯ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। ২০১৪ সালের ৯ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে টাকা বিলি বন্ধ করে দেন ও শ্যামল সেন কমিশনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাধারণ আমানতকারী ও এজেন্টরা দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করতে শুরু করেন। আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা ৩০০-র অধিক। সারা রাজ্যে সাধারণ এজেন্টরা আক্রমণের লক্ষ্য হতে থাকেন। হাজার হাজার এজেন্ট আক্রান্ত হন ও তাদের পরিবারও বাদ যায় না। অসংখ্য এজেন্টদের বাড়িঘর লুট হয়। হাজারে হাজারে এজেন্ট বাড়ি ছাড়া হন। সেই সময় রাজ্য সরকার এদের পাশে দাঁড়াননি, কেন্দ্রীয় সরকারও দাঁড়ায়নি।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয়া মঞ্জুলা চেল্লুর ২০১৬ সালে মাননীয় বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ও হাইকোর্ট ৪৫টি কোম্পানিকে টাকা ফেরতের নির্দেশ দেয়। কোম্পানিগুলির আইনজীবীরা হাইকোর্ট ও কমিশনের রায়কে মান্যতা দিয়ে টাকা ফেরতের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই টাকা ফেরতের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজ্য সরকার তা পালন করেনি। টাকা ফেরতের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা দুরস্ত, আন্দোলনরত আমানতকারী ও এজেন্টর সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে কথা বলার সময়টুকু দেননি।

আমানতকারী ও এজেন্টদের সংগঠন চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি দাবি তুলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কোম্পানির আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে হবে, সমস্ত এজেন্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে, আত্মহত্যাকারী পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সিবিআই ও ইডির তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে, এই কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে হবে।

এই দাবিগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সুকৌশলে তরজার জাল বিস্তার করে এই মূল প্রশ্নগুলিকে আড়াল করছে। কারণ এরা সকলেই এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। জনসাধারণ, আমানতকারী ও এজেন্টদের বুঝতে হবে এরা শুধু চিটফান্ডের প্রতারণার সঙ্গেই যুক্ত তা নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাতরণা করছে জনগণের সঙ্গে। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে যে কেউ বুঝবেন এদের শাসন কীভাবে প্রতারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার সূতিকাগৃহ তার পৃষ্ঠপোষক-রক্ষক এরা। ফলে এদের প্রত্যেকটি ভূমিকা প্রতারণামূলক। এদের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে এমন প্রতারণা চলতেই থাকবে। মোদি-মমতার তরজায় না ভুলে জনস্বার্থ কোন পথে এটিই আজ জরুরি প্রশ্ন।

"এই সব চিটফান্ড চালাতে কেন কেন্দ্রীয় সরকার অ্যালাও করল? গরিব মানুষ বাঁচার জন্য বাড়তি অর্থের আশায় একটু বেশি সুদ চায়। সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে ক্রমাগত সুদ কমিয়ে সরকার ব্যবসা প্রাইভেটের হাতে তুলে দিয়ে চিট ফান্ডের নামে চিটিং ফান্ড চলতে দিল। এভাবে যে টাকা বাড়ানো যায় না, এটা যে ফাটকাবাজি, লোক ঠকানো সর্বনাশ— একথা কি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জানা ছিল না? এরা মিডিয়া ও অন্যান্য সকল উপায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনগণকে সতর্ক করেনি কেন?

...

আমরা মনে করি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে পথে বসাবার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে, রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। ভারতবর্ষের কর্পোরেট সেক্টর, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লোকসান হচ্ছে বলে, এবারকার বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান পাবলিক ফান্ড থেকে দিয়েছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার উপর ঋণের বোঝা (ডেফিসিট) নিয়ে চলছে, তাদের তো একচেটে পুঁজিপতিদের জন্য সমপরিমাণ টাকা অনুদান দিতে আটকালো না। কর্পোরেট সেক্টরের প্রতি তাদের এতই বদান্যতা। তা হলে সেই সরকার চিটফান্ডে আমানতকারী সর্বস্বান্ত মানুষদের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা দিতে পারে না! দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য নয়?"

২৪ এপ্রিল ২০১৩ শহিদ মিনার ময়দানের জনসভায়
সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

আমানতকারীদের ৩০০ কোটি টাকা ফেরানোর দাবি সঠিক নয়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, সরকার চিটফান্ড আমানতকারীদের ৩০০ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী। তিনি বলেন, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর পরই রাজ্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এ জন্য তামাক জাতীয় পণ্যের উপর ট্যাক্স চাপানো হয়েছে, যা আজও চালু আছে। সরকার সারদার আমানতকারীদের মাত্র ১৯৬ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। পরে সরকার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত চলছে এই অজুহাতে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। একই সাথে শ্যামল সেন কমিশনও তুলে দেওয়া হয়। ফলে ৩০০ কোটি টাকা ফেরতের দাবি ভিত্তিহীন।

তাঁর দাবি, অবিলম্বে সমস্ত চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের টাকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে ফেরত দিতে হবে, সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো এজেন্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে, আত্মঘাতী আমানতকারীদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, শ্যামল সেন কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে, পাঁচ বছর ধরে চলা সিবিআই ও ইডি-র তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট জনসমক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকাশ করতে হবে, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

চিটফান্ড ঃ সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল কে কোথায় দাঁড়িয়ে

(প্রতারক চিটফান্ড মালিকদের কোটি কোটি টাকা লুঠ করার ব্যবসায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যে প্রত্যক্ষভাবে মদত জুগিয়েছেন, তার বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরা যতই সাধু সাজার চেষ্টা করুক না কেন, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাইরে এদের বিরোধিতা যাই থাকুক, জনগণের টাকা আত্মসাতের ক্ষেত্রে এই সব পার্টিগুলি একই সারিতে দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদের এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে এই ব্যবস্থার সেবক দলগুলি আজকের দিনে সৎ থাকতে পারে না। এর থেকে মুক্ত থাকতে পারে তারাই যারা পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত। চিটফান্ড নিয়ে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর তরজার প্রেক্ষিতে সেইসব সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে ৬৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৭ মে ২০১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হল।)

চিটফান্ড ও সিপিএম

- বেহালায় জমির কারবার দিয়ে পথ চলা শুরু সুদীপ্ত সেনের। অনেকেই জানেন, সেই পথে পাশে পেয়েছিলেন এলাকার এক সিপিএম মাতব্বরকে। দলের কলকাতা জেলা কমিটির প্রবীণ ঐ মাতব্বরের অঙ্গুলিহেলনে অন্ধকার জগতের লোকজনের সাহায্যে জোকা-বিষ্ণুপুর এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি হাতিয়েছিলেন সেনবাবু। — বর্তমান ২২.৪.২০১৩
- বিষ্ণুপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সারদার উত্থান লগ্নের গোড়ায় ছিল প্রাক্তন শাসক দল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর বদান্যতা। সিটুর বাস ইউনিয়নের দাপটে দুই নেতা পীযূষ নস্কর ও প্রশান্ত নস্করের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর এলাকার ভাসা কোনচৌকি অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সময়ে সারদা সিটি গড়ে তোলার জন্য জমি দখলের ক্ষেত্রে এই দুই নেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মস্তানের ভূমিকা পালন করেছে। — এই সময় ২৬.৪.২০১৩
- ১২ মে, ২০১৩ বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবির বর্ণনা ঃ দু'টি চিটফান্ড সংস্থার সর্বময় কর্তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে বুদ্ধদেববাবুর ছবি দেখা যাচ্ছে। একটি আবার খোদ মহাকরণে নিজের চেয়ারে ঐ সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের পরের ছবি। অন্য ছবিটিতে এক চিটফান্ড কর্তা, যাঁদের কাছে ঘেঁষতে দেননি বলে দাবি করেছিলেন বুদ্ধদেববাবু, প্রায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কোলে উঠে পড়েছেন। সেই আসরে সিপিএমের আরও এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছবিতে ধরা পড়েছেন। বর্তমানে যিনি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে চিটফান্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন, সেই মহম্মদ সেলিম।
- সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি সারদা গোষ্ঠীর কাছ থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ প্রচুর টাকা নিত। গণশক্তি পত্রিকায় সারদার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় এই সংস্থার পেছনে রাজ্যের তৎকালীন সিপিএম সরকারের মদত জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকারের মদত থাকায় জনগণ নির্ভয়ে টাকা রাখা শুরু করে। — এই সময়, বর্তমান ২৬. ৪. ২০১৩
- প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর সি এ গণেশ দে কেবল সল্টলেকে নয়, নদীয়ার চাকদহে সারদাকে বিশাল জমি পাইয়ে দিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিকে অসীমবাবুর নির্বাচনকেন্দ্র খড়দহে পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য গণেশবাবু ৮ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে সিপিএম নেতৃত্বের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। — বর্তমান, ৭.৫.২০১৩
- সারদা কান্ডে তদন্তকারী সি আই ডি অফিসারদের তিনি (গণেশ দে) জেরার জবাবে জানিয়ে দিয়েছেন, খোদ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে (সিপিএমের সদর দপ্তর) নিজে গিয়ে চিট ফান্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এসেছেন।— বর্তমান ৮.৫.২০১৩
- সুদীপ্ত জেরায় আরও জানিয়েছেন, প্রাক্তন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ অঞ্জন ভট্টাচার্যকে তিনি মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দিতেন। — বর্তমান ৫.৫.২০১৩
- বাম আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'শতদল' চিটফান্ডের অন্যতম কর্তা তিনি (প্রমথ নাথ মান্না)। নয়ের দশকে আমানতকারীদের থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে প্রতারণা করে ঐ সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতারণার অভিযোগে বাম আমলে প্রমথবাবুকে দু'মাস জেলও খাটতে হয়েছিল। কিন্তু যার মাথার উপর আলিমুদ্দিনের (সিপিএমের সদর দপ্তর) সর্বময় কর্তার হাতে রয়েছে, তাকে আটকে রাখে কে? তাই বাম আমলেই তিনি এম পি এস নামে আরও একটি চিটফান্ড খুলে বসেন। ...২০১৩ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি বিমানবাবু ঐ চিটফান্ড কর্তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন। — বর্তমান ৯.৫.২০১৩
- শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ত্রিপুরাতেও চিটফান্ড সংস্থাগুলির সঙ্গে সিপিএমের যোগসাজশের খবর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র লিখেছে, সব থেকে বড় চিটফান্ড গোষ্ঠী রোজভ্যালির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিজে অনেকবার উপস্থিত থেকে তাদের কাজকর্মকে কার্যত বৈধতা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা দলীয় মুখপত্রে এই সব সংস্থার প্রচারও দিয়েছেন। — বর্তমান, ২৬.৪.২০১৩
- সিপিএম বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা সংবাদমাধ্যমে বলেন, এ রাজ্যে অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কেলেঙ্কারি নিয়ে যদি সিবিআই তদন্ত হয়, তাহলে ১৯৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত অপকর্ম হয়েছে সবই তদন্তের আওতায় আসা দরকার। তাঁর সাফ কথা, ' আমাদের দলও ধোয়া তুলসীপাতা নয়'। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩

চিটফান্ড ও তৃণমূল

- ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে রাজ্য-রাজনীতিতে পরিবর্তনের শুরু। সুদীপ্তবাবু কারবার বাড়াতে সিপিএমের সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলে ভিড়ে যান। জনগণের কাছ থেকে তুলে আনা কোটি কোটি টাকার থলি নিয়ে সেনবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন একজনের সন্ধানে, যিনি মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। — বর্তমান ২২.৪.২০১৩
- তৃণমূল নেতা পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র বলেন, ২০০৯-এ বিষ্ণুপুরে আমাদের কয়েক হাজার ছেলে এসে আমায় জানাল, সারদা গার্ডেন্সের পাশে স্বামীনাথন মন্দির হবে। আমাকে যেতে হবে। আমি ঐ অনুষ্ঠানে যাই। সেখানেই আমি প্রথম সুদীপ্ত সেনকে দেখলাম। তিনি মন্দির তৈরির জন্য বহু কোটি টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। সেই অঙ্গীকারের পর হাজার হাজার ছেলে সুদীপ্ত সেনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আমাকে বলা হয়েছিল, বিষ্ণুপুর পূর্বের সিপিএম বিধায়ক ওদের উপর গুণ্ডামি করেছে। তাই বলেছিলাম, যদি আপনাদের উপর কেউ অন্যায়, অত্যাচার বা গুণ্ডামি করে, তাহলে আমাকে বলবেন। আমি বিধায়ক হিসাবে নিশ্চয়ই দেখব। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্য কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে নামমাত্র টাকায় চ্যানেল বিক্রি করার অভিযোগ আনলেন সারদা-কর্তা সুদীপ্ত সেন। ...কুণাল ঘোষকে ধরেই তিনি রাজ্য সরকারকে নানাভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিলেন। ...সারদার কর্ণধার তার মিডিয়া ব্যবসার মাথা হিসাবে কুণালকে মাসে ১৫ লক্ষ টাকা মাইনে দিতেন। ...সিবিআইকে লেখা সুদীপ্তর চিঠিতে কুণাল ছাড়াও তৃণমূলের আরও এক রাজ্যসভার সদস্য সৃঞ্জয় বসু সম্পর্কেও বলা হয়েছে অনেক কথা। তাঁর সম্পাদিত বাংলা দৈনিকের (সংবাদ প্রতিদিন) সঙ্গে মাস প্রতি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। সুদীপ্ত এই চিঠিতে দাবি করেছেন, কুণাল অ্যান্ড কোম্পানি তাঁকে আশ্বাস দেয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দিক থেকে তাঁর ব্যবসাকে পুরো সুরক্ষিত করা হবে। — বর্তমান ২৫.৪.২০১৩
- জঙ্গলমহলে সারদা গোষ্ঠী প্রায় ৬টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছিল। — এই সময় ২৫.৪.২০১৩
- সারদা কাণ্ডের তদন্ত শেষমেষ সিবিআই-এর হাতে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রীতিমতো ভয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ... ২ কোটি টাকায় ছবি কেনা থেকে শুরু করে দলের জন্য সারদা কর্ণধার কখন কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই সবই জানাজানি হয়ে যেতে পারে। — বর্তমান ২৭.৪.২০১৩
- ২ মে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে দলীয় জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ বলতে পারবেন না, 'জাগো বাংলা' কোনও চিটফান্ডের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন নিয়েছিল। ...মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঐ দাবি করলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাংলা ১৪১৯, ইংরেজি ২০১১ সালের 'জাগো বাংলা' উৎসব সংখ্যায় 'ইনসাইড ব্যাক কভার' এর বিজ্ঞাপনই দিয়েছিল সারদা পরিচালিত বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'চ্যানেল টেন'। এখানেই শেষ নয়, সেখানে ৮১ পাতায় রীতিমতো 'সারদা' লোগো ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে 'সকালবেলার'। — বর্তমান ৪.৫.২০১৩
- সুদীপ্ত সেন পূর্ব ভারত ছাড়িয়ে চিটফান্ডের জাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন উত্তর ভারতের গো-বলয়েও। সেই পথ প্রশস্ত করতে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল টাকাও ঢেলেছিলেন। এবং অভিযোগ, সেক্ষেত্রেও তৃণমূলই ছিল সারদা কর্তার প্রধান ভরসা। বস্তুত উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল যাতে প্রার্থী দেয়, সেজন্য সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন সারদা কর্তা। সূত্রের খবর, এর জন্য সমাজবাদী পার্টির এক প্রাক্তন নেতা এবং কংগ্রেসের এক প্রাক্তন এম পি-কে কাজে লাগানো হয়। উত্তরপ্রদেশে ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল। সারদা কর্তার সমর্থনপুষ্ট হয়েই প্রচারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- ব্যবসার সমস্যা এড়াতে তৃণমূলের এক সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতার পরামর্শেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলে জেরায় জানালেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। ...পালিয়ে থাকার সময় ঐ নেতা যোগাযোগ রাখার জন্য তাঁকে তিনটি নতুন প্রি-পেড সিমকার্ড কিনে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং মণিপুরের তিন তৃণমূল নেতা মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ নেতা। ... কিন্তু ভুলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। — বর্তমান ১২.৫.২০১৩

চিটফান্ড ও কংগ্রেস

- নভেম্বর ২০১২ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু) মনমোহন সিং- কে চিঠি পাঠিয়ে সারদা সহ চিটফান্ডগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মার্চ ২০১৩ তিনি এই অভিযুক্তের তালিকা থেকে সুদীপ্ত সেন ও তার কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে বলেন। — বর্তমান ২৬.৪.২০১৩
- বাম জমানায় সিপিএমের ছত্রছায়ায় থাকা চিটফান্ড সংস্থা এমপিএস-এর কর্তা প্রমথনাথ মান্না পালাবদল হতেই ধরে নেন তৃণমূল এবং কংগ্রেস মন্ত্রীদের। তৃণমূলের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র পাঁশকুড়ায় এমপিএস-এর ধাবার উদ্বোধন করেছিলেন। আর কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া কলকাতায় 'গুণীজন সংবর্ধনা'র একটি অনুষ্ঠানে হাজির করেছিলেন সংস্থার কর্ণধারকে। — বর্তমান, ১৪.৫.২০১৩
- রাজস্থান ও ওড়িশায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দলের কয়েকজন নেতাকে ধরে এগোতে চেয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। ওই দুই রাজ্যে, যথাক্রমে উদয়পুর এবং ভুবনেশ্বরে সারদার ব্রাঞ্চ অফিসও খোলা হয়। তবে এই দুই রাজ্যে শেষপর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি সারদার কর্তার পরিকল্পনা। বাংলার মতো কোনও রাজ্যেই বস্তুত রাজনীতির কারবারিদের হাত ধরে তাঁর ব্যবসার পরিকল্পনা তেমন দাঁড়ায়নি। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- আসামের এক চ্যানেলের মালকিন, কংগ্রেস নেতা মাতঙ্গ সিংহের প্রাক্তন স্ত্রী মনোরঞ্জনা সিংহ তার কাছ থেকে ২৫ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে সুদীপ্ত চিঠিতে অভিযোগ করেন। চিঠি অনুযায়ী, মনোরঞ্জনা ও তাঁর আইনজীবী নলিনী চিদম্বরম মনোরঞ্জনার চ্যানেলে ৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য সুদীপ্তকে চাপ দিচ্ছিলেন। চিঠিতে অভিযোগ, মনোরঞ্জনা লোভ দেখান, নলিনীও বলেন তাঁর স্বামী কেন্দ্রে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম সারদার পাশে দাঁড়ালে ব্যবসার উন্নতি অবধারিত। — আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.৪.২০১৩

চিটফান্ড ও পুলিশ

- জেলায় জেলায় গড়ে ওঠা সারদার সাম্রাজ্য মসৃণভাবে চালাতে গেলে স্থানীয় থানাগুলিকে 'রসেবশে' রাখা যে জরুরি, তা সুদীপ্ত সেন ভালই বুঝেছিলেন। তাই নিরাপদে চিটফান্ড ব্যবসা চালাতে বিভিন্ন থানার ওসি- দের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা এজেন্টদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে আগেই সরিয়ে রাখতেন বলে সিট (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) জানতে পেরেছে। .... বাছাই করা এক একটি থানায় বছরে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা ভেট পাঠানো হত, এমন তথ্যও উঠে আসছে। কোথাও কোথাও এই অঙ্ক ছিল ৩০ লাখ, ৪০ লাখ পর্যন্ত। টাকার অঙ্ক নির্ভর করত জেলা ও থানার গুরুত্ব অনুসারে। এই টাকা থানার অফিসারদের মধ্যে ভাগ হয়ে যেত। — বর্তমান ৪.৫.২০১৩
- বিধাননগর পুলিশের তদন্তে এসেছে প্রাক্তন কিছু পুলিশ কর্তার সারদা ঘনিষ্ঠতার চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। দেবেন বিশ্বাসের মতো আই পি এস অফিসাররা ছিলেন সুদীপ্ত সেনের ' ক্রাইসিস ম্যানেজার'। এ ছাড়া আরও অন্তত ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, এদের মধ্যে ছিলেন সিআইডি-রও কয়েকজন। দেবেনবাবুর অবশ্য দাবি, তিনি সারদার দু'একটি সভায় গিয়েছিলেন তৎকালীন সিপিএম বিধায়ক হিসেবে। — এই সময় ১.৫.২০১৩

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা কনভেনশন

৩ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর রেল ময়দানে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করা, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা, শিক্ষার স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, শিক্ষার গেরুয়াকরণ রোধ প্রভৃতি দাবিতে জেলাব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মনোজ গুহ, অধ্যাপক সোমা রায়, প্রধান শিক্ষক কানাই লাল দাস, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা এবং সদস্য সৌরভ মুখার্জী। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। অধ্যাপক মনোজ গুহকে সভাপতি, জয়দেব জাতুয়াকে সম্পাদক এবং রীতা সরকারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মদবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কয়েক মাস আগে মগরাহাট থানার মুল্টি অঞ্চলের তসরালা গ্রামে মদের দোকান ও বার খোলার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আজ তা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলন শুরু হয়েছে যুগদিয়া ও গোকর্ণী অঞ্চলে, মন্দিরবাজার থানার মাধবপুর-যাদবপুর গ্রামে, কুলতলী থানার দেউলবাড়ি অঞ্চলের মানিকপীরের মোড়ে।

সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাজার হাজার মানুষ কোথাও 'নাগরিক মঞ্চ', কোথাও 'মহিলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ', কোথাও 'সমাজকল্যাণ কমিটি' তৈরি করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। এতে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। নেতৃত্ব দিচ্ছেন অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। ঘটছে পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষও। গোকর্ণীতে বিক্ষুব্ধ জনতা মদের দোকান, মদবোঝাই গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি সেখানে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরবাজারে হাজারখানেক মানুষ প্রায় ৩ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করেন। শেষে আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে মদের দোকান বন্ধ করার বিষয়ে ভেবে দেখার আশ্বাস দিলে অবরোধ তোলা হয়। সারা জেলা জুড়ে মদবিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ জনতার একটাই বক্তব্য— সমাজ-সভ্যতা ধ্বংসকারী সর্বনাশা মদ বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকরী হতে দেব না। অবিলম্বে সরকারকে মদ বিক্রির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

সঠিক ভোল্টেজে বিদ্যুতের দাবি অ্যাবেকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু এবং বোরো চাষের মরসুমে যাতে কোনও মতেই লো-ভোল্টেজের সমস্যা না হয় সেজন্য বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার বাঁকুড়া জেলা কমিটি ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও স্মারকলিপি দেয়। বিদ্যুতের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া মিটার-রিডিং ছাড়াই বিল করা, বাঁশের খুঁটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা প্রভৃতির বিরোধিতা করা হয়। কর্তৃপক্ষ এই সময়ে সঠিক ভোল্টেজে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সভাপতি হরিপদ সোরেন প্রমুখ।

স্বচ্ছ বদলি নীতি চেয়ে আন্দোলনে সরকারি ডাক্তাররা

স্নাতকোত্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চাকরিরত সকল যোগ্য ডাক্তারদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া, স্বচ্ছ বদলিনীতি, পদোন্নতি নীতি প্রণয়ন, বদলি নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করা, ডিরেইলমেন্ট প্রথা বাতিল করা, স্বাস্থ্যদপ্তরে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, সহ সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ শেখ নাওয়াজুর রহমান প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় বাজেটে দলিত ও আদিবাসীদের নানা খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে

এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন, ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর এস সি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি, ইগনু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা শিক্ষামূলক সংস্থায় বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

তীব্র দারিদ্রের কারণে তপসিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত যে সমস্ত মানুষ দাস শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হন, তাদের পুনর্বাসন প্রকল্পেও বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে মোদি সরকার। তপসিলি জাতি উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। সরকার স্বচ্ছ ভারতের ঢাক বাজালেও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। বরাদ্দ কমিয়েছে পানীয় জল প্রকল্পেও। একইভাবে তপসিলি উপজাতির উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ উন্নয়ন, পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল প্রকল্পেও বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন অন দলিত হিউম্যান রাইট (এন সি ডি এইচ আর) গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছে, তপসিলি উপজাতি জন্য বরাদ্দ ৫, ০৫,০১৫ কোটি টাকা প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২, ২৯, ২৪৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে মাত্র ৮১, ১৫৫ কোটি টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে গেছে। বাকি ১, ৪৮, ০৮৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে নন-টার্গেটেড স্কিমে, যার কতটুকু তপসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের কাছে পৌঁছেছে বলা শক্ত। এ বছর এস সি-দের জন্য বরাদ্দ ৩১৫টি প্রকল্প এবং এসটিদের জন্য বরাদ্দ ২২৬ টি প্রকল্পকে নন-টার্গেটেড আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সুবিধা এস সি, এস টি মানুষের কাছে পৌঁছানো আরও কমে যাবে।

এস সি-দের ক্ষেত্রে ৩৫.৬ শতাংশ এবং এস টি-দের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘোষণার আড়ালে নানা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। তা ছাড়া ঘোষিত বরাদ্দ টাকার পুরোটা না দেওয়ার যে ট্র্যাডিশন তাতে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া ডাইরেক্ট বেনিফিটের সুবিধা কমানো হয়েছে। নানা অছিলায় সুবিধা আটকে দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আশাকর্মীদের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবি

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন ৪ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য বাজেটে আশাকর্মীদের জন্য ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের মাসিক বেতন ৩০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩৫০০ টাকা হল। এ-রাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি আশাকর্মী গ্রামীণ প্রাথমিক ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করেন। তাঁদের কাজের ব্যাপ্তি অপরিসীম, ট্রেনিং-এর কোনও শেষ নেই। এখন আবার নতুন ট্রেনিং চলছে, তাতে সমস্ত রকম রোগেরই খোঁজখবর নিয়ে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রোগী খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হবে।

আশাকর্মীদের প্রায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই করতে হবে। অথচ তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারেরই অত্যন্ত অবহেলা দেখা যাচ্ছে। এমএলএ-এমপিদের মাইনে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, স্বজনপোষণের জন্য টাকা ওড়ানো চলছে। আর আশাকর্মীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা প্রকারান্তরে পরিহাসেরই নামান্তর। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আশাকর্মীদের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবি জানাচ্ছি।

ট্রেনের দাবিতে জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

দীঘা-হাওড়া পাঁচ জোড়া, দীঘা-খড়গপুর তিন জোড়া, হলদিয়া-পাঁশকুড়া তিন জোড়া ট্রেন অবিলম্বে চালু, ডহরপুর, তালপুকুর, মানিকতলায় ফ্লাইওভার নির্মাণ, নন্দীগ্রাম রুট এখনই তৈরি করে ট্রেন চালু, মেচেদায় সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ, রাজগোদা থেকে মেচেদা নতুন ট্রেন লাইন চালু, চন্দ্রকোণা রোড থেকে পাঁশকুড়া ভায়া ঘাটাল নতুন ট্রেন লাইন চালুর দাবিতে ২৯ জানুয়ারি তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জি এম-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জিএম তমলুক স্টেশন পরিদর্শন করতে এলে সমিতির তরফে স্মারকলিপি তুলে দেন শিক্ষক রঞ্জিত জানা, অশোকতরু প্রধান, বিষ্ণুপদ কারক, লেখা রায় প্রমুখ। জি এম অবিলম্বে একজোড়া ট্রেন দিঘা থেকে হাওড়া পর্যন্ত চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে রাজ্য সরকারের সহায়তায় দুটি ফ্লাইওভার (ডহরপুর ও তালপুকুর) নির্মাণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com